প্রশ্ন ৪.১। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের কারণগুলি আলোচনা করো।

উত্তর। ১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসে লেনিনের বলশেভিক দলের নেতৃত্বে রশিয়াতে বিপ্লবের মাধ্যমে যে নতুন রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছিল, ৭৪ বছর পর ১৯৯১ সালের ৩১ ডিসেম্বর বিশ্বের সেই প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র অবলুপ্ত হয়। মিখাইল গর্বাচেভ সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক পদে নিযুক্ত হওয়ার প্রায় সাত বছরের কাছাকাছি সময়ে এই অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। ১৯৮৫ সালের মার্চ মাসে দায়িত্বভার নেওয়ার পর গর্বাচেভ কমিউনিস্ট ব্যবস্থাকে উন্নত ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে কিছু কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, কিন্তু এই পদক্ষেপ অভীষ্ট লক্ষ্য পূরণ করতে শুধু ব্যর্থই হয়নি, সোভিয়েত ইউনিয়নকে অটুট রাখতেও সক্ষম হয়নি।

সোভিয়েত ইউনিয়নের ব্যর্থতার জন্য ১৫টি প্রজাতন্ত্রের ভেঙ্গে যাওয়ার ঘটনা এবং কমিউনিস্ট প্রভাবের অবলুপ্তি সোভিয়েত ইউনিয়নের সমর্থক ও সমালোচক সকলের কাছেই এক বিস্ময়কর ঘটনা। সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙন ও কমিউনিজম-এর ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে বহুদিক থেকে বিচার করতে হবে এবং এই কারণগুলির গভীরে প্রবেশ করা প্রয়োজন।

প্রথমত, সাম্রাজ্যবাদী যুগে রাশিয়াতে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রয়োগের জন্য যে সকল পরিস্থিতি ও পরিবেশের সমাবেশ ঘটেছিল সেই দিকটি উল্লেখযোগ্য। মার্কসবাদের বক্তব্যের 'অপূর্ব ধ্যানধারণা' যার প্রয়োগের জন্য কমিউনিস্ট পার্টি সোভিয়েত ইউনিয়নে তৎপর হয়েছিল তার প্রধান লক্ষ্য ছিল মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ চিরতরে বিলুপ্ত করা। এর জন্য অতিরিক্ত মুনাফাভিত্তিক খোলা বাজার অর্থনীতির পরিবর্তে প্রয়োজন অনুসারে উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার মারফতে পরিকল্পিত অর্থনীতির প্রবর্তন করা। অর্থাৎ, পণ্য উৎপাদনে লাভের লোভে নয়, প্রয়োজনই হবে আর্থিক কাঠামোতে উৎপাদনের মানদণ্ড। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এর জন্য স্থাপিত হবে সর্বহারার একনায়কত্ব এবং সমাজে শ্রেণীর বিলুপ্তি ঘটে। সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা হবার বেশ কিছুকাল শোষিত মানুষের মুক্তির সংগ্রামে মস্কো হয়ে উঠেছিল অনুপ্রেরণার উৎস, জাতীয় ও ঔপনিবেশিক সংগ্রামের আশা-ভরসার কেন্দ্রস্থল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েত সেনাবাহিনী জঙ্গি ও বর্বর ফ্যাসিবাদের বিনাস ঘটিয়ে যুদ্ধোত্তর দুনিয়াতে শান্তির অগ্রদূত হিসাবে গণ্য হয়েছিল কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগে সাবেকি সোভিয়েত ইউনিয়ন দুইটি বৃহৎ শক্তির মধ্যে অন্যতম

হিসেবে পরিগণিত হওয়া সত্ত্বেও এবং আণবিক শক্তিধর ও মহাকাশ অভিযানে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় অগ্রণী হয়েও তার সমস্ত প্রচেষ্টা ঠান্ডা যুদ্ধের ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সামরিক প্রাধান্য লাভের অদম্য ইচ্ছায় কেন্দ্রীভূত ছিল। সামরিক ক্ষেত্রে বৃহৎশক্তি হিসেবে সমগ্র বিশ্বে প্রভাব বিস্তার ও কমিউনিস্ট দুনিয়াতে প্রাধান্য বজায় রাখা সাবেকি সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্যতম লক্ষ্যে পরিণত হয়।

দ্বিতীয়ত, সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি বা সি.পি.এস.ইউ-র (CPSU) জন্ম হয় শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের হাতিয়ার হিসেবে এবং দুনিয়ার শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের অগ্রদূত হিসাবে। কিন্তু কালক্রমে বিশেষত জোসেফ স্টালিন ও তাঁর অনুগামীদের অধীনে সি. পি. এস. ইউ. পার্টির উচ্চতম নেতৃত্বের প্রাধান্য ও শাসনকে কায়েম করার যন্ত্রে পরিণত হয়। এই মুষ্টিমেয় গোষ্ঠী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে পার্টিতে বা রাষ্ট্রে ও কমিউনিস্ট দুনিয়ার বাইরে বা অভ্যন্তরে কোনো মত পার্থক্যের স্থান ছিল না। ক্যামিনভ, জেমিনভ, বুখারিন ও সর্বোপরি লিও ট্রটস্কীর মতো নেতাকে গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের কারণে বা মতপার্থক্যের জন্য কৌশলে পার্টি নেতৃত্ব পথের কাঁটা হিসাবে পার্টি থেকে এবং পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। সর্বহারার একনায়কত্ব ক্রমেই পার্টির একনায়কত্ব ও পরে পার্টির গোষ্ঠী প্রধানের একনায়কত্বে পরিণত হয়।

তৃতীয়ত, রাষ্ট্র পরিচালিত হত উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের দ্বারা যাঁরা কেবলমাত্র উচ্চমহলের নির্দেশ পালন করতে অভ্যস্ত ছিলেন এবং রেড আর্মির কাজ ছিল নির্দেশ অনুযায়ী দেশ ও বিদেশে সোভিয়েত প্রভাবিত অঞ্চলে প্রয়োজনে গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী শক্তিদ্বারা সংগঠিত প্রতিবাদ, প্রতিরোধ বা অভ্যুত্থান দমন করা। উদাহরণ হিসেবে ১৯৫৬ সালে হাঙ্গেরী (হাংগেরী) গণতান্ত্রিক অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে রেড আর্মি অভিযান ও সোভিয়েত দমন নীতির কথা বলা যায়। সোভিয়েত ইউনিয়নের শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য বিনষ্ট হয়েছিল এবং তার জায়গাতে সোভিয়েত রাশিয়া একটি বৃহৎ রাষ্ট্র ও বৃহৎ শক্তিতে পরিণত হয়েছিল। স্টালিন পরবর্তী যুগে নিকিতা ক্রুশ্চেভ সমাজতন্ত্রের মানবিক দিক সম্পর্কে সকলকে সচেতন হওয়ার জন্য শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও প্রতিযোগিতার নীতি গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন এবং অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে কট্টর নিয়ন্ত্রণ শিথিল করার দিকে ঝুকেছিলেন। এই কারণে স্টালিন আমলের পরিবর্তন বিরোধীরা তাঁকে অপসারণ করেছিলেন। সোভিয়েত ইউনিয়ন বা তার প্রভাবিত দুনিয়াতে রাজনৈতিক মতপার্থক্যের বা ব্যক্তি স্বাধীনতার স্থান ছিল না এবং সোভিয়েত বিশেষ গোয়েন্দা বাহিনীর দাপটে ভীত ও সন্ত্রস্ত মানুষের স্বাধীন মতামত প্রকাশের সকল সম্ভাবনা রুদ্ধ হয়েছিল।

চতুর্থত, আর্থিক ক্ষেত্রে ভারী শিল্পের বিকাশে অতিরিক্ত গুরুত্ব দান, প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল খাদ্য উৎপাদন ও অতিরিক্ত প্রতিরক্ষা ব্যয়ের গুরুভার বাজেটের উপর চাপের কারণ হয়েছিল। এছাড়া আণবিক গবেষণা ও অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণের জন্য সাধ্যের বাইরে গিয়ে খরচ এবং সেইসঙ্গে সামরিক ও নৌ ঘাঁটির জন্য ব্যয় এবং নিরাপত্তার প্রয়োজনে রাষ্ট্রের সংগতিকে নিঃশেষিত করায় আর্থিক ব্যবস্থা চরম সংকটের সম্মুখীন হয়।

পঞ্চমত, সোভিয়েত রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ দাবি করেছিলেন যে 'জাতীয়তাবাদের' সমস্যা তাঁরা সমাধান করে ফেলেছেন। কিন্তু এ সত্ত্বেও রাজনীতিতে রুশ প্রাধান্য অন্যান্য জাতিসমূহের মনে হীনমন্যতার সৃষ্টি করেছিল। ক্রেমলিনের সিদ্ধান্ত অনেক সময় সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্যান্য প্রজাতন্ত্রীগুলির উপর তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার তোয়াক্কা না করে চাপিয়ে দেওয়া হত। ফলে এই ১৫টি প্রজাতন্ত্র ক্রেমলিনের সকল পদক্ষেপের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে চলতে বাধ্য হত এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। অর্থাৎ, রাশিয়াসহ সোভিয়েত ইউনিয়নের ১৫টি প্রজাতন্ত্র জাতীয় স্বার্থের বিসর্জন দিয়ে সম্প্রীতির দৃঢ় ভিত্তিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভিত্তি সুদৃঢ় করেনি। ফলে গ্লাসনস্ত ও পেরেস্ত্রৈকার যুগে ১৫টি প্রজাতন্ত্র নিজ নিজ প্রধান হয়ে উঠেছিল এবং ১৯ আগস্টের ব্যর্থ অভ্যুত্থানের মাধ্যমে কট্টর কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ যখন পুরোনো দিনগুলির পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন তখন সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রগুলি তাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় আরো তৎপর হয়েছিল। অবশেষে ২১ ডিসেম্বর, ১৯৯১ সালে অলমা আটায় ১১টি রিপাবলিক নিজেদের একটি স্বাধীন কমনওয়েলথের সদস্য বলে ঘোষণা করে।

ষষ্ঠত, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের মূল কারণ ছিল ব্যক্তিস্বাধীনতা দাবী ও ব্যক্তিস্বাধীনতার অভাব। লেখক ও সাহিত্যিক, ছাপাখানা বা সংবাদপত্রে রাষ্ট্র বা পার্টি নেতৃত্বের বিরোধী ও রাষ্ট্র কাঠামো এবং আইনকানুনের সমালোচনামূলক কোনো বক্তব্য কঠোরভাবে দমন করা হত। জীবনযাত্রার মান উপভোক্তাদের প্রয়োজনীয় পণ্যের যোগানের অভাবে হয়ে উঠেছিল কঠোর ও বৈচিত্র্যের অভাবে একঘেয়ে। রাষ্ট্র নানারকম দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। কারণ উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও মুষ্টিমেয় আমলা পার্টি নেতৃত্বের হুকুমকে যান্ত্রিকভাবে কার্যকর করত।

সপ্তমত, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিশেষজ্ঞরা মনে করেন সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের জন্য অনেক কারণের মধ্যে একটি হল—গর্বাচেভের প্রবর্তিত দুটি নীতি পেরেস্ত্রৈকা ও গ্লাসনস্ত। গর্বাচেভের এই বিশ্বাস ছিল যে, দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য রাজনৈতিক উদারীকরণ অপরিহার্য। অর্থাৎ, শাসনব্যবস্থার বিভিন্ন স্তরের পুনর্বিন্যাস এবং তথ্যের আদান-প্রদান এবং জনগণের অবাধ মতামত প্রকাশের ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ন্ত্রণের অবসান ঘটানো। দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির নিয়ন্ত্রণ শিথিল হওয়ার ফলে সোভিয়েত ইউনিয়নের অনেক জায়গায়, বিশেষত লাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া, এস্তোনিয়া, বাল্টিক প্রজাতন্ত্র, ককেশিয়া ও মলডোভাতে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছিল।

গ্লাসনস্তের ফলে অতীতে সংগঠিত বিভিন্ন অন্যায় অবিচার এবং বর্তমান সময়ে দারিদ্র্য, বেকার সমস্যাসহ বহু জটিল সমস্যা সম্পর্কে জনগণ অবহিত হওয়ার সুযোগ পায়। ফলে সোভিয়েত শাসনব্যবস্থার প্রতি জনগণের আস্থা হ্রাস পেতে থাকে।

অবশেষে ১৯৯১ সালের ৮ ডিসেম্বর ইয়েল্যসিনের উদ্যোগে আইনের খসড়া রচনা করে রাশিয়া, ইউক্রেন ও বোলোরাশিয়ার প্রতিনিধিরা ঘোষণা করেন যে, ঐ বছরের

শেষে সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়নের অবসান হবে। আনুষ্ঠানিকভাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন অবলুপ্ত হয় ১৯৯১ সালের ৩১ ডিসেম্বর।

প্রশ্ন ৪.২। ঠান্ডা যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রকৃতি